সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২১০
WEEKLY BOOKLET-210

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত "গীবত কি তাবাহকারীয়াঁ"
কিতাবের একটি অংশের সম্পাদনা ও সংযোজন

জুয়া খেলায় অর্জিত সম্পদ

- জুয়া শয়তানি কাজ
- প্রাইজবন্ডের রশিদ ও প্রিমিয়াম প্রাইজবন্ড
- মোবাইল মেসেজ ও জুয়া
- সূদের চেয়েও বড় গুনাহ কোনটি?

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু **"গীবত কি তাবাকারিয়াঁ"** এর ১৭৮ থেকে ১৯৪ পৃষ্ঠা ও ২১০ থেকে ২১৪ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

জুয়া খেলায় অর্জিত সম্পদ

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই **"জুয়া খেলায় অর্জিত সম্পদ"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে এবং তার পরবর্তি প্রজন্মকে জুয়ার রোগ থেকে নিরাপদ রেখে হালাল রিযিকের উপর অল্পেতুষ্টতা দান করো আর তুমি ব্যতীত অন্য কারো মুখাপেক্ষী করো না। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত আল্লামা মজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: যখন কোন বৈঠকে (অর্থাৎ মানুষের সাথে) বসবে এবং বলবে: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد তবে **আল্লাহ পাক** তোমার প্রতি একজন ফিরিশতা নিয়োগ করে দিবেন, যে তোমাকে গীবত করা থেকে বিরত রাখবে আর যখন বৈঠক থেকে উঠবে তখন বলবে: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد তবে সেই ফিরিশতা মানুষকে তোমার গীবত করা থেকে বিরত রাখবে। **(আল কওলুল বদী, ২৭৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

গীবতকারী করুণার উপযুক্ত!

এক বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে কেউ বললো: অমুক ব্যক্তি আপনার এত বেশি দোষ বর্ণনা করেছে যে, আপনার প্রতি আমার করুণা হচ্ছে। তিনি বললেন: "করুণার উপযুক্ত তো সেই ব্যক্তি নিজেই।" (তাফসীরে কুরতুবী, ৮/২৪২)

سُبۡحٰنَ الله! আমাদের বুযুর্গদের একনিষ্ঠতা ও চরিত্রের প্রতি শত কোটি মারহাবা! তাঁদের চিন্তাভাবনাও কতইনা সুন্দর! নিজের অবলীলায় দোষ বর্ণনাকারীর প্রতিও রাগ করলেন না বরং অন্তর প্রশান্ত যে, আমার কিছু আসে যায় না! গীবতকারীই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং সেই মূর্খরা এই অর্থে করুণার উপযুক্ত যে, নিজের নেকীসমূহ নষ্ট করছে এবং গুনাহগার হয়ে জাহান্নামের আযাবের অধিকারী হচ্ছে।

দরদে সর হো ইয়া বুখার আ'য়ে তড়প জাতা হোঁ
মে জাহান্নাম কি সাযা কেয়সে সাহোঙ্গা ইয়া রব!
আ'ফুউ কর অওর সদা কে লিয়ে রাজি হো জা
গর করম কর দে তো জান্নাত মে রহোঙ্গা ইয়া রব!

পঙ্গু ও খোঁড়ার গীবত

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া বিন কুররা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "যদি তোমার নিকট দিয়ে কোন পঙ্গু বা

www.dawateislami.net

খোঁড়া ব্যক্তি গমন করে আর তুমি তার পঙ্গুত্বের দোষ আলোচনা করো, তবে এটাও গীবত।” (তাফসীরে দুররে মনসুর, ৭/৫৭১)

জানা গেলো, কোন পঙ্গুকেও শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত তার অনুপস্থিতিতে পঙ্গু বলা গীবত, অনুরূপভাবে কাউকে ✷ পঙ্গু ✷ টাকলা ✷ অন্ধ ✷ কানা ✷ খোঁড়া ✷ তোতলা ✷ বোবা ✷ বধির ✷ কুঁজো ইত্যাদি বলাও গীবত।

জুয়ার ব্যবসা থেকে তাওবা

গীবত করা ও শুনার অভ্যাস পরিহার করতে, নামায ও সুন্নাতের উপর আমলের অভ্যস্থ হতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন, সফল জীবনযাপন করা ও আখিরাতকে সজ্জিত করার জন্য নেক আমল অনুযায়ী আমল করে প্রতিদিন পর্যালোচনার মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করুন এবং প্রতি মাসের প্রথম তারিখে নিজের যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন। আপনাদের অনুপ্রেরণার জন্য একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি। সূয়ি ডিভিশন ডেরা বুগটির (বেলুচিস্থান) এক স্কুল শিক্ষক কিছুটা এরূপ শপথমূলক লেখা পাঠালো যে, এক স্কুল শিক্ষক তাম্বুলার (এক ধরনের খেলা,

www.dawateislami.net

যাতে টাকা দিয়ে জুয়া খেলা হয়ে থাকে) দোকান ছিলো। ২০০৪ সালে মুর্শিদের দেশের সিন্ধ প্রদেশের সাহারায়ে মদীনায় (করাচী) হওয়া আশিকানে রাসূলে দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিনদিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় তার সৌভাগ্যক্রমে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হলো, শেষে যখন দোয়া হলো তখন তার মাঝে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে গেলো। সে পূর্ববর্তী সকল গুনাহ থেকে তাওবা করার পাশাপাশি জামাআত সহকারে নিয়মিত নামায আদায় করার নিয়্যত করে নিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইজতিমা থেকে ফিরে আসতেই তাম্বুলার ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিলো, দাড়ি শরীফ রেখে দিলো এবং স্কুলে দরসও শুরু করে দিলো আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় কোরআনে পাক শিক্ষা অর্জন করা শুরু করে দিলো।

জুয়া হারাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমার কথাই বা কি বলবো! **আল্লাহ পাকে**র অনুগ্রহে এতে অংশগ্রহণকারীর মধ্যে জানিনা কতজনের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে যায়, এসব ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা উভয় জগতের জন্য সৌভাগ্যের মাধ্যম। এখনই আপনারা

www.dawateislami.net

যই মাদানী বাহার শুনলেন তাতে তাম্বুলার ব্যবসা থেকে তাওবা করে নেয়ার উল্লেখ রয়েছে। তাম্বুলা হলো এক ধরনের "জুয়াই", জুয়ায় একে আপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয়া হয়, যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে হারাম। জুয়া খেলা, জুয়ার আসর চালানো, জুয়ার সরঞ্জাম ক্রয় বিক্রয় করা সবই ইসলামে হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। আফসোস! বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে জুয়া ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে, জুয়ার এমন ধরনও রয়েছে যে, লোকেরা অজ্ঞতার কারণে এতে লিপ্ত হয়ে পরছে। অতএব ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে জুয়া সম্পর্কে কিছু জ্ঞান অর্জন করে নিন।

জুয়া খেলা গুনাহ

২য় পারা সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَاۤ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَ اِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২১৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনাকে মদ ও জুয়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন: 'সে দু'টিতে মহাপাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু পার্থিব উপকারও আর সে দু'টির পাপ সে দু'টির উপকার অপেক্ষা বড়।"

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **খাযায়িনুল ইরফানে** এই আয়াতে পাকের আলোকে লিখেন: জুয়ায় কখনো বিনামূল্যে অর্থ-সম্পদ হাতে আসে আর পাপরাশি ও ফিৎনা-ফ্যাসাদতো অগণিতই; বিবেকভ্রষ্টতা, ব্যক্তিত্ববোধের অবক্ষয়, ইবাদত থেকে বঞ্চিত থাকা, মানুষের সাথে বিভিন্ন শত্রুতা, সবার দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত হওয়া এবং অর্থ সম্পদের বিনাশ।

(খাযায়িনুল ইরফান, ৮০ পৃষ্ঠা)

জুয়া শয়তানি কাজ

৭ম পারা সূরা মায়েদার ৯০ ও ৯১ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۹۰﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ণয়ক তীর অপবিত্র, শয়তানী কাজ। সুতরাং তা থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করো। শয়তান তো এটাই চায় যে, তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাবে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে এবং

www.dawateislami.net

اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ
مُّنْتَهُوْنَ ﴿۹۱﴾

(পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ৯০-৯১)

তোমাদেরকে **আল্লাহ**র স্মরণ ও নামাযে বাধা দেবে। তবে কি তোমরা বিরত হবে?

হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **খাযায়িনুল ইরফানে** এই আয়াতে পাকের আলোকে লিখেন: এই আয়াতে মদ ও জুয়ার কুফলসমূহ এবং মন্দ পরিণামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন; মদ্যপান এবং জুয়া খেলার একটা কুফল তো এটাই যে, এতে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় আর যারা এসব অপকর্মের মধ্যে লিপ্ত হয় তারা **আল্লাহ**র স্মরণ ও নামাযের ওয়াক্তের প্রতি নিয়মানুবর্তিতা থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়। (খাযায়িনুল ইরফান, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

জুয়া খেলায় অর্জিত সম্পদ হারাম

২য় পারা সূরা বাকারার ১৮৮নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর পরস্পরের মধ্যে একে অপরের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **খাযায়িনুল ইরফানে** এই আয়াতে পাকের আলোকে লিখেন: এই আয়াতে অন্যায়ভাবে কারো ধন-সম্পদ গ্রাস করা হারাম (কঠোরভাবে নিষিদ্ধ) ঘোষণা করা হয়েছে। তা লুণ্ঠন করে হোক বা ছিনিয়ে নিয়ে হোক অথবা চুরি করে হোক কিংবা জুয়া খেলে হোক বা হারাম তামাশাদি অথবা হারাম কার্যাদি কিংবা হারাম বস্তুসমূহের পরিবর্তে হোক, বা ঘুষ কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য বা চুগলখোরির মাধ্যমে হোক, এসবই নিষিদ্ধ ও হারাম। (খাযায়িনুল ইরফান, ৬৯ পৃষ্ঠা)

যেন শূকরের রক্ত ও মাংসে হাত ডুবালো

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি চক্কা পাঞ্জা (জুয়া খেলার সরঞ্জাম) দ্বারা জুয়া খেললো, তবে যেনো সে তার হাত শূকরের মাংস ও রক্তে ডুবালো।

(ইবনে মাজাহ, ৪/২৩১, হাদীস ৩৭৬৩)

জুয়ার প্রতি আহ্বানকারী কাফফারা স্বরূপ সদকা করবে

আল্লাহর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি তার সাথীকে বললো: "এসো! জুয়া খেলি।" তবে তার (বক্তার) উচিত যে, সদকা করা।

www.dawateislami.net

(সহীহ মুসলিম, ৮৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৬৪৮) হযরত আল্লামা ইয়াহিয়া বিন শরফ নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: আলেমগণ বলেন, **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সদকা করার আদেশ এই জন্যই দিয়েছেন যে, সেই ব্যক্তি গুনাহের প্রতি আহ্বান করেছিলো। হযরত আল্লামা খাত্তাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যত টাকার জুয়া খেলতে বলেছিলো, তত টাকা সে সদকা করবে, কিন্তু বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, যা মুহাক্কিকগণ বলেছেন এবং এটাই হাদীসে পাক থেকে প্রকাশিত যে, সদকার কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই, সহজে যতটা সদকা করা সম্ভব করে দিবে। **(শরহে মুসলিম লিন নববী, ৬/১০৭)**

আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'ফতোওয়ায়ে রযবীয়া'**র ১৯তম খন্ডের ৬৪৬ পৃষ্ঠায় বলেন: সূদ, চুরি, আত্মসাৎ এবং জুয়ার টাকা অকাট্যভাবে হারাম।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৯/৬৪৬)

জুয়ার সংজ্ঞা

জুয়াকে আরবীতে **"কিমার"** বলা হয়। এর সংজ্ঞা লক্ষ্য করুন: হযরত মীর সায়্যিদ শরীফ জুরজানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: ঐসকল খেলা, যাতে এই শর্ত থাকে যে, পরাজিত

www.dawateislami.net

ব্যক্তির কোন জিনিস বিজেতাকে দিয়ে দেয়া হবে, এটাকে **"কিমার"** তথা জুয়া বলা হয়। (আত তা'রীফাত, ১২৬ পৃষ্ঠা)

জুয়ার ৬টি ধরন

হে আশিকানে রাসূল! বর্তমানে পৃথিবীতে জুয়ার নিত্য নতুন পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তন্মধ্যে ৬টি ধরন হলো:

(১) লটারি

এই পদ্ধতিতে লক্ষ কোটি টাকার পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে নাম মাত্র মূল্যে লক্ষ লক্ষ টিকেট বিক্রি করা হয়, অতঃপর ড্রয়ের মাধ্যমে বিজয়ীকে কয়েক লাখ কিংবা কয়েক কোটি টাকা বন্টন করে দেয়া হয় আর বাকীদের টাকা খোয়া যায়, এটাও এক ধরনের জুয়া, যা সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

(২) প্রাইজবন্ডের রশিদ

বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পুরস্কার সম্বলিত ১০০ টাকা মূল্যের প্রাইজবন্ড বাজারে ছেড়ে থাকে এবং শিডিউল অনুযায়ী প্রতি তিনমাস পর পর ড্রয়ের মাধ্যমে বিজয়ীদের মধ্যে লাখো টাকার পুরস্কার বিতরণ করে থাকে, যারা পুরস্কার পায়নি তাদের টাকাও সংরক্ষিত থাকে, তারা যখনই

www.dawateislami.net

ইচ্ছে তাদের ক্রয়কৃত বন্ড নগদ করে নিতে পারে। এটা জায়িয এবং জুয়ায় গণ্য হবে না। তবে কয়েক ধরনের প্রাইজবন্ড এমনও রয়েছে যাকে "প্রিমিয়াম প্রাইজবন্ড" বলা হয়, এতে নিশ্চিত পুরস্কার পাওয়া যায়, এটা সূদ আর তা ক্রয় বিক্রয় এবং লভ্যাংশ শরয়ীভাবে জায়িয নেই। (অনেক সময় এটাও হয়ে থাকে যে, যেসকল প্রাইজবন্ডের লেনদেন এবং এর পুরস্কার জায়িয হয়ে থাকে, এর পলিসি পরিবর্তন হয়ে যায় বা এতেও শরীয়াত বিরোধী কার্যাদী অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়, এমতাবস্থায় ঐ সময়ের পলিসি অনুযায়ী শরয়ী হুকুম হবে। এরূপ অবস্থয়ায় শরয়ী নির্দেশনা নেয়ার জন্য **"দা'ওয়াতে ইসলামী**র দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত" এর সাথে যোগাযোগ করুন) মনে রাখবেন! প্রাইজবন্ডের ফটোকপি কেনাবেচা করা বেআইনি, নাজায়িয ও হারাম, কেননা বিক্রেতা সরকারের পক্ষ থেকে জারিকৃত প্রাইজবন্ড নিজের নিকট রেখে দেয় (বরং অনেক সময় তো প্রাইজবন্ডও বিক্রেতার নিকট থাকে না) ফটোকপি বিক্রেতা ক্রেতাকে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে ফটোকপিতে শুধু একটি নম্বর লিখে দেয় যে, যদি এই নম্বরে পুরস্কার পায় তবে তোমায় এত টাকা দিবো। পুরস্কারের ভিত্তিতে ফটোকপির এই কাজও

www.dawateislami.net

জুয়া, কেননা এতে পুরস্কার না পাওয়ার ভিত্তিতে ক্রেতার টাকা খোয়া যায়।

(৩) মোবাইল মেসেজ ও জুয়া

মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন সম্বলিত মেসেজ প্রেরণ করা হয়ে থাকে। যেমন; কোন দল ম্যাচে জিতবে? বা বাংলাদেশ কখন স্বাধীনতা লাভ করেছিলো? সঠিক উত্তরদাতার জন্য বিভিন্ন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়ে থাকে, অংশগ্রহণকারীর "মোবাইল ব্যালেন্স" থেকে সামান্য পরিমাণ টাকা যেমন; দশ টাকা কেটে নেয়া হয়, যারা পুরস্কার পায় না তাদের টাকা খোয়া যায়। এটাও এক ধরণের জুয়া, যা সম্পূর্ণরূপে হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

(৪) রহস্য ভেদ

এতে এক বা একাধিক প্রশ্নাবলী সমাধানের জন্য দেয়া হয়ে থাকে, যার উত্তর আয়োজকদের মনোমত হয় তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়, পুরস্কারের সংখ্যা তিন বা চার বা এর চেয়েও বেশি হয়ে থাকে। অতএব সঠিক উত্তর দাতাদের সংখ্যা বেশি হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্বাচন করা হয়। এই খেলাতে অসংখ্য লোক অংশগ্রহণ করে থাকে,

www.dawateislami.net

এতে দু'ভাবে অংশগ্রহণ করা যায়: (১) বিনামূল্যে (২) নামমাত্র ফি প্রদানের মাধ্যমে। যদি অংশগ্রহণকারীর নিকট থেকে কোন রূপ ফি না নেয় হয় এবং শরয়ীভাবে নিষেধাজ্ঞা না হওয়া অবস্থায় এই পুরস্কার গ্রহণ করা জায়িয। যাতে অংশগ্রহণকারীর নিকট থেকে ফি নেয়া হয়, তাতে বিজয়ী হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় টাকা খোয়া যায়, তা জুয়া বলে গণ্য হবে, যা সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

(৫) টাকা জমা করে ড্র করা

কিছু কিছু লোক বা বন্ধু বান্ধব মিলে অল্প অল্প টাকা জমা করে লটারির আয়োজন করে থাকে যে, যার নাম লটারিতে আসে, সমস্ত টাকা সে পাবে, এটাও জুয়া, কেননা এতে অবশিষ্ট লোকদের টাকা খোয়া যায়। অনুরূপভাবে কোন কোন সময় টাকা জমা করে কোন বই বা অন্য কোন জিনিস কেনা হয়ে থাকে। অতঃপর লটারিতে যার নাম আসে, তাকেই বই বা জিনিস পত্র প্রদান করা হয়, এটাও জুয়া। স্মরণ রাখবেন! কিছু কিছু কোম্পানী তাদের পণ্যসামগ্রী ক্রেতাদের লটারির মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করে থাকে, এটা জায়িয, কেননা তাতে কারো টাকা খোয়া যায় না।

www.dawateislami.net

(৬) বিভিন্ন খেলাধুলায় শর্তারোপ করা

আমাদের এখানে বিভিন্ন খেলাধুলা যেমন; ঘোড়দৌড়, ক্রিকেট, ক্যারাম, বিলিয়ার্ড, তাস, দাবা ইত্যাদি উভয় পক্ষ এরূপ শর্তারোপ করে খেলে থাকে যে, বিজয়ীকে এত টাকা বা অন্য কোন জিনিস প্রদান করবে, এটা জুয়া এবং নাজায়িয ও হারাম। ক্যারাম ও বিলিয়ার্ড ক্লাব ইত্যাদিতে খেলার সময় সচরাচর এরূপ শর্তারোপ করা হয় যে, ক্লাবের মালিকের ফিস পরাজিতরাই আদায় করবে, এটাও জুয়া। কিছু "অজ্ঞ লোক" ঘরে বিভিন্ন ধরনের খেলা যেমন; তাস, লুডু ইত্যাদিতে শর্তারোপ করে খেলে থাকে আর অজ্ঞতার কারণে এতে কোন সমস্যা নেই মনে করে, তারাও সতর্ক হয়ে যান, কেননা তাও জুয়া আর জুয়া হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

জুয়া থেকে তাওবা করার পদ্ধতি

জুয়াড়ী যদি অনুতপ্ত হয়, তবে তার উচিত, **আল্লাহ পাকের** দরবারে সত্য অন্তরে তাওবা করা, কিন্তু যতটাকা সে জিতেছে, তা যথারীতি হারামই থাকবে, এ প্রসঙ্গে দিক নির্দেশনা দিয়ে আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যতটাকা জুয়ায় অর্জন করেছে, তা সম্পূর্ণ হারাম। আর তা থেকে

www.dawateislami.net

পরিত্রান লাভের উপায় হলো, যার যার নিকট থেকে যত টাকা সে জিতেছে, তা তাদেরকে ফেরত দেয়া অথবা যে কোন উপায়ে তাদের সন্তুষ্ট করে ক্ষমা করিয়ে নেয়া। তারা জীবিত না থাকলে তাদের ওয়ারিশদেরকে সে টাকা ফেরত দিবে অথবা ওয়ারিশদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক ও সজ্ঞান সম্পন্ন তাদের অংশ তাদের সন্তুষ্টিতে ক্ষমা করিয়ে নিবে। বাকীদের অংশ অবশ্যই তাদের ফেরত দিতে হবে, কেননা তা ক্ষমা করানোর কোন উপায় নেই, আর যাদের কোন খোঁজ নেই, না তাদের ওয়ারিশের পরিচয় জানা আছে, তাদের নিকট থেকে যে পরিমাণ টাকা জিতেছিলো তাদের পক্ষ থেকে দান করে দিবে, যদিও স্বয়ং নিজের অসচ্ছল ভাই বোন, ভাতুষ্পুত্র এবং ভাগ্নেদেরকে দিয়ে দিবে। তিনি আরো বলেন: মোটকথা যাদের নাম ঠিকানা জানা আছে এবং যে পরিমাণ অর্থ অমুক থেকে হারাহারিতে বেশি নেয়া হয়েছিলো, তবে তাদের বা তাদের ওয়ারিশকে ফেরত দিতে হবে, তা না হলে তাদের পক্ষ থেকে সে পরিমাণ টাকা সদকা করে দিতে হবে, আর বেশি নেয়ার অর্থ হচ্ছে যে, যেমন; এক ব্যক্তির সাথে কেউ দশবার জুয়া খেলেছিলো, কখনো সে জিতেছিলো আবার কখনো ঐ ব্যক্তি, ঐ ব্যক্তির জেতা অর্থের পরিমাণ ছিলো ধরুন একশ টাকা, আর সে সব মিলিয়ে একশত পঁচিশ টাকা

www.dawateislami.net

জিতেছিলো, এখন একশ একশ সমান হয়ে গেলো আর পঁচিশ টাকা তার দিতে হবে। এতটাকাই তাকে ফেরত দিবে। وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاس (অর্থাৎ এভাবে অনুমান করে নিন) আর যা মনে নেই যে, কার কার সাথে জুয়া খেলেছিলো আর কত টাকা জিতেছিলো, তবে সর্বাধিক অনুমানের ভিত্তিতে হিসাব করে ঐ সম্পূর্ণ সময়ে যত টাকা উপার্জন করেছিলো ততটাকা অজানা মালিকের (অর্থাৎ অজানা জুয়াড়ীদের) নিয়্যতে সদকা করে দিন, পরিনতি এভাবেই পবিত্র হবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৯/৬৫১)

মৃতদের দোষ বর্ণনা করাও গীবত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: মায়েজ আসলামী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে যখন রজম করা হলো (অর্থাৎ যেনার "শাস্তি"তে এত পাথর নিক্ষেপ করা হলো যে, ওফাত হয়ে গিয়েছিলো) দু'জন ব্যক্তি পরস্পর আলাপ করতে লাগলো, একজন অপরজনকে বললো: দেখুন তো, **আল্লাহ পাক** তাঁর পাপ গোপন রেখেছিলেন কিন্তু তাঁর নফস ছাড়লোনা, رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ অর্থাৎ কুকুরের মত পাথর নিক্ষেপ করা হলো। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাদের এ কথা শুনে চুপ রইলেন। কিছুদূর পর্যন্ত চলতে লাগলেন, পথে মৃত একটি

www.dawateislami.net

গাধা পেলেন, যা পা ছড়িয়ে পড়ে ছিলো। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই দুই ব্যক্তিকে ইরশাদ করলেন: যাও, ঐ মৃত গাধার মাংস খাও। তারা আরয করলো: **ইয়া রাসুলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কে খেতে পারবে? ইরশাদ করলেন: ঐ যে তোমরা তোমাদের ভাইয়ের সম্ভ্রমহানী করলে, তা এই মৃত গাধা খাওয়ার চেয়েও অধিক জঘন্যতর। শপথ ঐ সত্তার যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ! সে (অর্থাৎ মায়েজ) এখন জান্নাতের নদীতে ডুব দিচ্ছে। (আবু দাউদ, ৪/১৯৭, হাদীস ৪৪২৮)

‘অমুক আত্মহত্যা করলো’ এরূপ বলা গীবত

জানা গেলো মৃত ব্যক্তিদের দোষ বর্ণনা করাও গীবত। অনেক সময় ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষার সম্মূখিন হতে হয়। যেমন; ডাকাত, সন্ত্রাসী, আপনজনের খুনী ইত্যাদিকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হলে কিংবা তাদের ফাঁসি দেয়া হলে তখন অনেক সময় মানুষ গীবতের গুনাহে পড়ে যায়। অনুরূপভাবে আত্মহত্যাকারী মুসলমানের ব্যপারে শরয়ী অনুমতি ব্যতীত এরূপ বলা যে ‘অমুক আত্মহত্যা করলো’ এটা গীবত, অনুরূপভাবে নাম ও পরিচয় সহকারে কোন মুসলমানের আত্মহত্যার খবর সংবাদ পত্রে প্রচার করবে না, কেননা এতে মৃতের গীবতও হয়ে থাকে আর এর পাশাপাশি মরহুমের

www.dawateislami.net

পরিবার পরিজনের মান সম্মানও ক্ষুন্ন হয়। অবশ্য এভাবে প্রচার করা যেতে পারে, যাতে পাঠক বা শ্রোতা আত্মহত্যাকারীর পরিচয় জানতে না পারে যে, লোকটি কে ছিলো, এতে সমস্যা নেই কিন্তু মনে রাখবেন, নাম উল্লেখ না করলেও গ্রাম, মহল্লা, বংশ, সময়, আত্মহত্যার ধরণ ইত্যাদি বর্ণনা করাতে আত্মহত্যাকারীর শনাক্ত নিশ্চিত হয়ে যায়, অতএব এভাবে প্রচার করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে। মাসআলা হলো, মুসলমান আত্মহত্যা করার কারনে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় না, তার জানাযার নামাযও আদায় করতে হবে, তার জন্য মাগফিরাতের দোয়াও করবে, মৃত মুসলমানকে তার দোষ সহকারে আলোচনা করার শরীয়াতে অনুমতি নেই। এ প্রসঙ্গে **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) নিজেদের মৃতকে মন্দ বলোনা, কেননা তারা তাদের প্রেরীত আমল সমূহের নিকট পৌঁছে গেছে। (বুখারী, ১/৪৭০, হাদীস ১৩৯৩) (২) নিজেদের মৃতদের গুণাবলী বর্ণনা করো এবং তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকো। (তিরমিযী, ২/৩১২, হাদীস ১০২১) হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: মৃতদের গীবত, জীবিতদের গীবত করার চেয়ে মারাত্মক, কেননা জীবিতদের

www.dawateislami.net

নিকট থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়া সম্ভব আর মৃতদের নিকট থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়া সম্ভব নয়।

(ফয়যুল কদীর, ১/৫৬২, ৮৫২নং হাদীসের পাদটিকা)

গোসল দাতা মৃতের মন্দ দিক বর্ণনা করবে না

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **'বাহারে শরীয়াত'** ১ম খন্ডের ৮১১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: (মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সময়) যা ভাল লক্ষণ দেখবে যেমন; তার চেহারা চমকে উঠলো বা মৃতের শরীর থেকে সুগন্ধ এলো, তবে তা মানুষের নিকট বর্ণনা করুন এবং কোন মন্দ বিষয় দেখলো, যেমন; তার চেহারার রং কালো হয়ে গেলো বা দুর্গন্ধ এলো বা আকৃতি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত হয়ে গেলো তবে তা কারো নিকট বলবেনা আর এরূপ কথা প্রকাশ করা জায়িযও নেই, হাদীসে পাকে ইরশাদ হচ্ছে: "নিজেদের মৃতদের গুণাবলী আলোচনা করো এবং তাদের দোষ ত্রুটি আলোচনা করা থেকে বিরত থেকো।"

মৃত্যুর পর উচ্চ স্বরে কালেমা পাঠ করলো!

যদি কোন মুসলমান মৃত্যুর সময় প্রকাশ্যভাবে কালেমা পাঠ না করে এবং কেউ বললো যে, "তার কালেমা

www.dawateislami.net

নসীব হয়নি” সে ঐ মৃত ব্যক্তির গীবত করলো, এ প্রসঙ্গে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শুনুন: হযরত আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের বুযুর্গদের মধ্যে একজন **আল্লাহ**র অলি অর্থাৎ মাওলানা মুহাম্মদ ইযহারুল হক লখনভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইন্তিকাল করলেন আর মারা যাওয়ার সময় তাঁর মূখ দিয়ে কালেমা বের হয়নি, লোকেরা তাঁর শরীরের উপর চাদর আবৃত করে দিলো এবং কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করলো, যখন সবাই বাইরে বের হলো তখন অনেকে বিদ্রুপ করে বললো যে, বাহ্যিকভাবে খুবই মুত্তাকী ছিলেন আর মৃত্যুর সময় মুখ দিয়ে কলেমাটাও বের হলো না, এতে সকল উপস্থিত লোকেরা মর্মাহত হলো, এমন সময় মরহুম মাওলানা উভয় পা সংকুচিত করলেন এবং উচ্চস্বরে কলেমা পাঠ করলেন, যখন মানুষের কানে তাঁর কালেমা পাঠের আওয়াজ পৌঁছলো, তখন বিদ্রুপ কারীদেরকে লোকেরা ধিক্কার জানালো। (গীবত কিয়া হে, ১৯ পৃষ্ঠা)

মৃত কাফিরের গীবত

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: কাফিরদের দোষ ত্রুটি বর্ণনা করা জায়িয, যদিও তারা মৃত্যুবরণ করে, অবশ্য যদি মৃত

www.dawateislami.net

কাফিরের পরিবার পরিজন মুসলমান হয় এবং তাদের কাফির পিতামাতা, পূর্ব পুরুষদের সমালোচনা বা নিন্দা করাতে তারা মনে কষ্ট পায়, তবে তা থেকে বিরত থাকা জরুরী, কেননা এখন এটা মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া আর মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া নাজায়িয। (নুযহাতুল কারী, ২/৮৮৬)

শাহা মান্ড লা রাহি হে মউত সর পর ফির ভি মেরা নফস
গুনাহোঁ কি তরফ হার দম হে মায়িল ইয়া রাসূলাল্লাহ

সূদের চেয়েও বড় গুনাহ কোনটি?

আল্লাহর প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জিজ্ঞসা করলেন: তোমরা কি জানো যে, **আল্লাহ পাকের** নিকট সূদের চেয়েও বড় গুনাহ কোনটি? সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: اَللهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ অর্থাৎ **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বাধিক অবগত। ইরশাদ করলেন: নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকের** নিকট সূদের চেয়েও বড় গুনাহ হলো মুসলমানের সম্মানকে হালাল মনে করা। অতঃপর **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ আয়াতে কারিমাটি তিলাওয়াত করলেন:

www.dawateislami.net

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۵۸﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যারা ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের অপরাধমূলক কোন কাজ না করলেও কষ্ট দেয়, তারা অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ নিজেদের মাথায় নিলো।

(শুয়াবুল ঈমান, ৫/২৯৮, হাদীস ৬৭১১)

হে আশিকানে রাসূল! নিঃসন্দেহে মুসলমানের সম্মানে হস্তক্ষেপ করা সূদের মত নিকৃষ্ট গুনাহের চেয়েও নিকৃষ্ট। এ প্রসঙ্গে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরো তিনটি বাণী লক্ষ্য করুন:

মুসলমানের সম্মানে হস্তক্ষেপ করা সূদের চেয়েও বড় গুনাহ

(১) মানুষের অর্জিত সূদের এক দিরহাম **আল্লাহ পাকের** নিকট ছত্রিশ (৩৬) বার যেনা করার চেয়েও অধিক জঘন্য আর নিশ্চয় সূদের চেয়েও গুনাহ হলো, কোন মুসলমানের মানহানি করা।

(যম্মুল গীবাতি লিইবনে আবীদ দুনিয়া, ৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৬)

(২) সূদ বাহাত্তরটি (৭২) গুনাহের সমষ্টি আর তন্মধ্যে সর্বনিম্ন হলো, নিজের মায়ের সাথে যেনা করার ন্যায় আর নিশ্চয়

www.dawateislami.net

সূদের চেয়েও বড় গুনাহ হলো কোন মুসলমানকে অপমানিত করা। (মু'জামু আওসাত, ৫/২২৭, হাদীস ৭১৫১)

(৩) সর্ব নিকৃষ্ট সূদ হলো মুসলমানের সম্ভ্রমে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা। (আবু দাউদ, ৪/৩৫৩, হাদীস ৪৮৭৬)

উল্লেখিত ৩নং হাদীসে পাকের আলোকে প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ সূদ খাওয়া সর্বনিকৃষ্ট গুনাহ, যা মায়ের সাথে পবিত্র কাবায় যেনা করার সমতুল্য, সূদখোরকে **আল্লাহ পাক ও রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে যুদ্ধ করার আল্টিমেটাম দেয়া হয়েছে, এটা তো আর্থিক সূদের অবস্থা, মুসলমানের সম্ভ্রম যেহেতু সম্পদের চেয়েও অধিক প্রিয় ও মূল্যবান, তাই মুসলমানের সম্ভ্রমহানি করা (গীবত ইত্যাদি করে) তাকে অপমানিত করাকে নিকৃষ্টতম সূদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬১৮)

বিল ইয়াকিন এ্যয়সে মুসলমাঁ হে বড়ে হি নাদাঁ
আহলে ইসলাম কি গীবত জো কিয়া করতে হে
জু হে সুলতানে মদীনা কে হাকিকি আ'শিক
গীবত ও চুগলী ও তোহ্মত সে বাচা করতে হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! اَسْتَغْفِرُ اللّٰه

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুসলমানের সম্মান রক্ষা করার সাওয়াব

হে আশিকানে রাসূল! আপনার সামনে যখনই কেউ কোন ইসলামী ভাইয়ের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে তার ভূল বা তার দোষ ত্রুটি বর্ণনা করা শুরু করে, তখন তা শ্রবণ করা যদি কোন শরয়ী বাধ্যবাধকতা না থাকে, তবে সাথেসাথেই মুসলমানের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে, আখিরাতের সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে আপন ইসলামী ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি তার (মুসলমান) ভাইয়ের অবর্তমানে তার সম্মানের হিফাযত করে, তবে **আল্লাহ পাকের** দয়াময় দায়িত্ব যে, **তিনি** তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেয়া।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১০/৪৪৬, হাদীস ২৭৬৮০)

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় তার ভাইয়ের সম্মানের হিফাযত করলো, **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তার জন্য একজন ফিরিশতা প্রেরণ করবেন, যে তাকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করবে।"

(যম্মুল গীবত লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৫)

www.dawateislami.net

গীবত থেকে বাধা দেয়ার চারটি ফযীলত

মুসলমানের গীবতকারীকে গীবত থেকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা থাকা অবস্থায় বাধা দেয়া ওয়াজিব, বাধা দেয়া মহান সাওয়াবের কাজ এবং বাধা না দেয়া যন্ত্রণাদায়ক আযাবের কারণ। এ প্রসঙ্গে **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী লক্ষ্য করুন:

(১) যার সামনে তার মুসলমান ভাইয়ের গীবত করা হয় এবং সে তার সাহায্য করতে সামর্থ্য থাকা অবস্থায় তার সাহায্য করলো, **আল্লাহ পাক** দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে সাহায্য করবেন আর যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার সাহায্য করলোনা, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে আটক করবেন।

(মুসান্নিফ আবদুর রাজ্জাক, ১০/১৮৮, হাদীস ২০৪২৬)

(২) যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মাংস খাওয়া থেকে তার অনুপস্থিতিতে গীবত করা থেকে বাধা প্রদান করে, (অর্থাৎ মুসলমানের গীবত করা হচ্ছে, সে বাধা দিলো) তবে **আল্লাহ পাকের** উপর হক হলো যে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেয়া। **(মিশকাত, ৩/৭০, হাদীস ৪৯৮১)**

www.dawateislami.net

(৩) যে মুসলমান তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করে (অর্থাৎ কোন মুসলমানের সম্ভ্রমহানি করা হচ্ছিলো, সে বাধা প্রদান করলো) তবে **আল্লাহ পাকে**র উপর হক হলো যে, কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো। এরপর এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন: (وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝) "**কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ** আর আমার বদান্যতার দায়িত্বেই রয়েছে মুসলমানদের সাহায্য করা।" (পারা ২১, সূরা রোম, আয়াত ৪৭)

(শরহুস সুন্নাহ, ৬/৪৯৪, হাদীস ৩৪২২)

(৪) যেখানে কোন মুসলিমের মানহানি করা হয় ও তার মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত করা হয়, এমন স্থানে যে তাকে সাহায্য করলোনা (অর্থাৎ সে চুপচাপ শুনলো আর তাকে নিষেধ করলো না) তবে **আল্লাহ পাক** তাকে সাহায্য করবেন না, যখন সে পছন্দ করবে যে, তাকে সাহায্য করা হোক আর যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইকে সাহায্য করলো, যেখানে তাকে অপমান করা হচ্ছিলো এবং সম্মানহানি করা হচ্ছিলো, **আল্লাহ পাক** তাকে সাহায্য করবেন, এমন অবস্থায় যখন তার পছন্দ হবে যে, তাকে সাহায্য করা হোক। (আবু দাউদ, ৪/৩৫৫, হাদীস ৪৮৮৪)

www.dawateislami.net

গীবতকারীর সামনে প্রশংসা

আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা رَحِمَهُمُ الله যখনই কারো মুখে কোন মুসলমানের গীবত শুনতেন, তখন তাকে সাথেসাথে বাধা দিতেন এবং এর পদ্ধতিও কত সুন্দর হতো! যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন্ মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মজলিসে এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর গীবত করলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: হে ভাই! তুমি কেন ইমামের দোষ বর্ণনা করছো? তাঁর শানতো এরূপ ছিলো যে, তিনি তো পঁয়তাল্লিশ (৪৫) বছর যাবত এক অযুতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছিলেন। (আল খায়রাতুল হিসান, ১১৭ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ১/১৫০)

গীবতকারীর পিছু ছাড়ানোর উপায়

হে আশিকানে আউলিয়া! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن গুনাহে ভরা গীবত শুনা থেকে বেঁচে থাকার প্রেরণা মারহাবা! আফসোস! শত কোটি আফসোস! যদি আমাদের এরূপ মানসিকতা হয়ে যেতো যে, যখনই কোন মুসলমানের নেতিবাচক (NEGATIVE) আলোচনা শুরু হয়, সাথেসাথে যেনো সতর্ক হয়ে যাই আর চিন্তা করি যে, যদি উক্ত আলোচনা গীবত পূর্ণ হয় বা তা গীবতের দিকে

www.dawateislami.net

নিয়ে যাচ্ছে, তবে সাথেসাথে তা থেকে বিরত হয়ে যান, যদি অন্য কোন লোক এই আলোচনা করতে শুরু করে, তবে তাকে সঙ্গতভাবে তা থেকে বারণ করুন, যদি সে নিবৃত্ত না হয়, তবে সেখান থেকে উঠে যান, যদি তাকে নিবারণ করা কিংবা আপনার সেখান থেকে সরে যাওয়া সম্ভব না হয়, তবে মনে মনে ঘৃণা করুন, কৌশলে আলোচনার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে দিন, সেই আলোচনায় আগ্রহ দেখাবেন না, যেমন; এদিক সেদিক তাকাতে থাকুন, চেহারায় অসন্তুষ্টি ভাব প্রকাশ করুন, বারবার ঘড়ি দেখে বিরক্তি প্রকাশ করুন, সম্ভব হলে ইস্তিঞ্জার কথা বলে উঠে চলে আসুন এবং আপনার কথা যাতে মিথ্যা না হয়ে যায় সে জন্য ইস্তিঞ্জাও সেরে নিন। "গীবতস্থলে" উপস্থিত থাকার পরিবর্তে বাধ্য হয়ে ইস্তিঞ্জাখানায় কালক্ষেপন করা যথোপযুক্ত আমল। اِنْ شَآءَ الله এতে আপনি সাওয়াব পাবেন।

আখলাক হো আচ্ছে মেরা কিরদার হো সুথরা
মাহবুব কে সদকে মে মুঝে নেক বানা দেয়

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net